দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 02 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ক্যাম্পাস পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্যাম্পাস পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের চিন্তা-ভাবনা করা হইতেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত খবরে জানা যায়, গত বুধবার আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়া আলোচনা হয়। ইহার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ক্যাম্পাস পুলিশ গঠন প্রস্তাবনার যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিদ্যমান বাস্তবতায় তো বটেই, পূর্বাপর বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করিবার স্বার্থেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকাসহ দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের বৃহত্তম অংশ ক্যাম্পাসেই বসবাস করেন। তাহারা বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে থাকিয়া লেখাপড়া করেন। এই শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই আসিয়া থাকেন দেশের নানা প্রান্ত হইতে। তাহারা পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের ছাড়িয়া ক্যাম্পাসে অবস্থান করেন। একমাত্র উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষা লাভ। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণও পরিবার-পরিজন লইয়া ক্যাম্পাসে বসবাস করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় ক্যাম্পাস অরক্ষিত থাকিতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মূলত এবং প্রধানত উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র। তাহা হইলেও বাস্তবতা এই যে, শিক্ষার এই কেন্দ্রে নানান অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটিয়া থাকে। অস্ত্রবাজ, সন্ত্রাসী, অছাত্ররাও অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহে আশ্রয় নিয়া থাকে। রাজনীতির ছদ্মবেশে তাহারা ক্যাম্পাসে বিবিধ অপকর্ম করিয়া বেড়ায়। সাধারণ ছাত্ররা ইহাদের কাছে এক প্রকার জিম্মি। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এবং খুন-খারাবির ঘটনা ঘটিয়া থাকে প্রায়শই। ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন পড়ে না। এসবই ওপেন সিক্রেট। ক্যাম্পাসে ছিনতাই, রাহাজানি, মাদক ব্যবসায় এমনকি নারী নির্যাতনের ঘটনাও বিরলদৃষ্ট নয়। ক্যাম্পাসে এমন অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটিয়া থাকে, যাহা গোটা জাতির জন্য বিড়ম্বনার কারণ হইয়া দেখা দেয়।

পক্ষান্তরে ক্যাম্পাসে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার মত নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে নাই। তেমন গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিলে পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া বিকল্প নাই। অথচ ক্যাম্পাসে পুলিশ আহ্বান করা হইলে কিংবা পুলিশ চৌকি বসান হইলে বা নিরাপত্তার স্বার্থে অন্য কোনো বাহিনীর সদস্যদের নিয়োজিত করা হইলে, তাহাও অনেকে স্বাভাবিক বিবেচনা করেন না। ছাত্র-শিক্ষকরা প্রায়শ অস্বস্তিবোধ করেন। আর ইহাও অসত্য নয় যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাধারণ সদস্যদের কেহ কেহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহিত কিরূপ আচরণ করা দরকার সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নহেন। তাহাদের সেইরূপ প্রশিক্ষণও হয়তো নাই। সম্ভবত এই কারণেই ক্যাম্পাস হইতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্যাম্প প্রত্যাহারের জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের পক্ষ হইতে দাবী উঠিয়া থাকে।

এমতাবস্থায় ক্যাম্পাস পুলিশ গঠন করা গেলে তাহা হইবে উত্তম বিকল্প। ক্যাম্পাস পুলিশ হইবে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত। ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকদের মর্যাদা এবং প্রত্যাশার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে তাহাদের আচার-আচরণ। তাহারা ক্যাম্পাসে বেআইনী কাজে লিপ্ত অপরাধীদের দমনে যেমন কঠোর হইবেন তেমনই সাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য হইবেন বন্ধু-সহযোগী। সেইসাথে ক্যাম্পাস গোয়েন্দা বাহিনী সক্রিয় থাকিলে প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হইবে। সেক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিড়ম্বনার কারণ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন দেখা দিবে না। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ক্যাম্পাস পুলিশ রহিয়াছে। ক্যাম্পাস পুলিশ পুলিশ বাহিনীরই অংশ হইবে। তাহা হইলেও তাহারা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইবেন এবং ক্যাম্পাসে কর্তব্যরত অবস্থায় তাহারা থাকিবেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। এইরূপ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা গেলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা সহজ হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সেইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়ায় যাহাতে দলীয়করণের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ না থাকে তাহারও একটা সুনিশ্চিত ব্যবস্থা থাকা দরকার। আশা করি বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কার্যকর মনোযোগ দিবেন।